কনসেপ্ট অ্যাডভার্টাজিং
অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড ডিজাইন
৪৫, মিনি মার্কেট
মাচানলতা, বাঁকুড়া
ফোন: ৯৭৩৫৮ ০১২৫৬

বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত নিরপেক্ষ পাক্ষিক সংবাদপত্র

বাঁকুড়া আলাপন

Postal Registration No. SSP (BKU)/RNP-33 email: aalaapan123@gmail.com RNI No.: WBBEN/2004/14957

● দ্বাদশ বর্ষ ● ● ষষ্ঠ সংখ্যা ● ● ২৩ মার্চ, ২০১৪ ● ● মূল্য ২.০০ টাকা ●

অলঙ্কারের দুনিয়ায়
একমাত্র ভরসা
শোভা জুয়েলার্স
চকবাজার গলি (স্টল নং-৫), বাঁকুড়া
ফোন: ৯৪৩৪১ ৩৪৭৩৪

ব্র্যাকেট-বন্দি মুনমুন!

আলাপন প্রতিনিধি: মুনমুন সেন কিনা ব্র্যাকেট-বন্দি হয়ে গেলেন!

নাম ঘোষণার দিন থেকেই দেওয়ালে দেওয়ালে শোভা পাচ্ছিল মুনমুন সেনের নাম। শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত গ্রাম, নানা রঙে লেখা হচ্ছিল বাঁকুড়া লোকসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থীর নাম। জোরকদমে কয়েকদিন চলল এই লেখালেখি।

তারপরই বদলে গেল ছবিটা। শোনা গেল, মুনমুন সেন নয়, দেওয়ালে লিখতে হবে শ্রীমতী দেবভর্মা। ইনি আবার কে? তবে কি শেষমুহূর্তে প্রার্থীবদল হয়ে গেল? আসলে, যিনিই শ্রীমতী দেবভর্মা, তিনিই মুনমুন সেন।

জন্মের পর মেয়ের নাম রাখা হয়েছিল শ্রীমতী। স্বয়ং সুচিত্রা সেন নাকি এই নাম পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু ফিল্মে নামার সময় শ্রীমতীর বদলে নতুন নাম দেওয়া হয় মুনমুন। তারপর থেকে এই নামেই তিনি পরিচিত। স্কুল, কলেজ থেকে যাবতীয় পরীক্ষায় শ্রীমতী নামই লেখা আছে। প্যানকার্ড থেকে ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট থেকে বিয়ের কাগজ— সব জায়গায় তিনি 'শ্রীমতী'। সরকারিভাবে কোথাও তিনি মুনমুন নন। তাই ভোটের ময়দানেও তিনি মুনমুন নামে লড়াই করতে পারবেন না। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় শ্রীমতী নামটাই লিখতে হবে।

বিষয়টি নজরে আসার পরই দ্রুত ব্যবস্থা নেন তৃণমূল নেতারা। কিন্তু বিভিন্ন দেওয়ালে তো মুনমুন সেন লেখা হয়ে গেছে। এখন কী করা উচিত? শ্রীমতী লিখলে অধিকাংশ লোকই চিনতে পারবেন না। আবার মুনমুন লিখলে ইভিএমে ওই নাম পাওয়া যাবে না। এমনকি মনোনয়নও বাতিল হবে। তখন একটা উপায় বেরিয়ে এল। ঠিক হল, মুনমুন সেন যেমন লেখা আছে, থাকুক। ওটা ব্র্যাকেট বন্দি করা হোক। আর তার ওপরের ফাঁকা জায়গায় লেখা হোক শ্রীমতী দেববর্মা। কোথাও ওপরে এই নাম লেখার মতো জায়গা আছে, কোথাও নেই। যেখানে নেই, সেখানে নতুন করে লিখতে হচ্ছে।

এতে তো ভোটাররা বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন! জেলা তৃণমূল সভাপতির দাবি, শুরুতে হয়ত মানুষের বুঝতে অসুবিধা হবে। আমাদেরকেও অনেকে জিজ্ঞেস করছেন, এই শ্রীমতী দেবভর্মা কে? এখন হয়ত অনেকে বুঝতে পারছে না। তবে কয়েকদিন গেলে ওটা আর সমস্যা থাকবে না। যাঁরা ভোট দেওয়ার, তাঁরা ঠিক বুঝে নেবেন।

বাঁকুড়া জেলা

মোট ভোটার ২৫, ২৭, ১৫৬
পুরুষ ভোটার ১৩,০২, ৮২০
মহিলা ভোটার ১২, ২৪,৩৩৬
ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ৩২৩৪

হাওয়া বদলের ডাক ডাক্তারবাবুর

আলাপন প্রতিনিধি: পাঁচ বছর আগে কত ভোট পেয়েছিল বিজেপি? সাতটা বিধানসভা মিলিয়ে মাত্র চুয়াল্লিশ হাজার। কোনও এলবেলে প্রার্থী ছিলেন, এমনও নয়। নিয়মিত প্রচারে থাকা 'হেভিওয়েট' রাহুল সিনহার মতো প্রার্থী। তাও এই ভোট। এই ভোটের পুঁজি নিয়ে নির্বাচন জেতার স্বপ্ন দেখা যায়? যুক্তি তর্কের হিসেবে হয়ত ধর্তব্যেই আসে না বিজেপি। বাম শিবির যেমন গুরুত্ব দেয়নি, তেমনি বিরোধীরাও একেবারেই পাত্তা দেননি বিজেপি-কে।

কিন্তু নানা কারণে এবার ছবিটা অন্যরকম। এবার দুই শিবিরই তাকিয়ে আছে বিজেপি-র দিকে। বিজেপি কার ভোট কেটে কাকে সুবিধায় এনে দেবে, কাকে সমস্যায় ফেলবে, তা নিয়ে বেশ ধোঁয়াশায় এলাকার মানুষ। এমনকি দুই শিবিরেও এই নিয়ে প্রচুর ধোঁয়াশা। ভোটের আলোচনায় এই প্রসঙ্গটাই কিন্তু সবথেকে বেশি করে উঠে আসছে। রাজ্যের নিরিখে এবারের বিজেপি প্রার্থীকে মোটেই হেভিওয়েট বলা যায় না। কিন্তু জেলার ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকরী। তাই বেশ ভালই লড়াই করবেন ডা. সুভাষ সরকার।

পেশায় স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ। ৩৩ বছরের কর্মজীবন। এলাকায় বেশ পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি। হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, এমন নয়। দীর্ঘদিন ধরেই জড়িয়ে আছেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। অন্তত ছ-মাস আগে থেকেই মোটামুটি নিশ্চিত ছিল, তিনিই এবার বিজেপি-র প্রার্থী হচ্ছেন। তাঁর প্রার্থীপদ নিয়ে জেলায় সামান্যতম বিতর্কের কথাও শোনা যায়নি। প্রচারে এর মধ্যেই ঝড় তুলেছেন। বড়সড় চমক নয়, ছোট ছোট সভা। বিক্ষিপ্তভাবে হলেও ভালই সাড়া পাচ্ছেন। প্রচারের ভঙ্গিও বেশ মার্জিত।

তিনি ভূমিপুত্র, সবসময় পাওয়া যাবে— এটাই তাঁর প্রচারের ট্যাগ লাইন। বলছেন, 'পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বাঁকুড়া জেলার মানুষ বীতশ্রদ্ধ। বাসুদেববাবু দীর্ঘদিনের সাংসদ হলেও মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। মাঝে মাঝে কোনও প্রকল্পের শিলান্যাস বা উদ্বোধনে তাঁকে পাওয়া যায়। আর মুনমুন সেন জিতলে তাঁকে তো পাওয়াই যাবে না। এলাকার মানচিত্রটা বুঝতেই অনেক সময় পেরিয়ে যাবে। তাই বাঁকুড়ার মানুষ এমন সাংসদ চাইছেন, যাঁকে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। আমার মনে হয়, এই ব্যাপারটায় আমি অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকব।'

শুধু কাছে থাকার কথা নয়, রাজনীতির কথাও উঠে আসছে, 'গোটা দেশজুড়ে চলছে মোদি-ঝড়। এই ঝড়ে সব উড়ে যাবে। গোটা দেশ মোদিকে প্রধানমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে। তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এটা বাঁকুড়ার মানুষও বোঝেন। আর এখান থেকে বিজেপি প্রার্থী জিতলে সেই উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে, এটাও মানুষ বোঝেন। সেই কারণেও দারুণ সাড়া পাচ্ছি। তাই আমাদের তেমন সংগঠন না থাকলেও মানুষ আমাদের ভোট দেবেন।' তারপরই মনে করিয়ে দিচ্ছেন, 'তৃণমূল কিন্তু সংগঠনের জোরে ভোটে জেতেনি। তীব্র বাম-বিরোধী হওয়াতেই

পরবর্তী অংশ সাতের পাতায়

ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি ১২ এপ্রিল

আলাপন প্রতিনিধি: ভোটের বাজনা বেজে গেছে আগেই। সরকারিভাবে তারিখও ঘোষণা হয়ে গেছে। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর — এই দুটি লোকসভা আসনে ভোট হওয়ার কথা ৭ মে। তবে ভোটের বিজ্ঞপ্তি এখনও জারি হয়নি।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, জেলার দুই আসনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হবে ১২ এপ্রিল। ওই দিন থেকে মনোনয়ন জমা দেওয়া শুরু। ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া হবে। তবে চূড়ান্ত তালিকা পেতে আরও চারদিন লাগবে। কারণ, মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৩ এপ্রিল।

জেলায় এবার সাধারণ ভোটারের সংখ্যা ২৫ লাখ ২৭ হাজার ১৫৬। এর মধ্যে বাঁকুড়া লোকসভায় এই জেলা থেকে ভোট দেবেন ১২ লাখ ৭৬ হাজার ১৯৩ জন। এছাড়া রঘুনাথপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি যুক্ত আছে বাঁকুড়া লোকসভার সঙ্গে। সেই কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যাও যোগ হবে। সবমিলিয়ে ভোটারের সংখ্যা ১৪ লাখ ছাপিয়ে যাবে।

বিষ্ণুপুর লোকসভা এলাকায় বাঁকুড়া জেলার ছটি কেন্দ্রের সঙ্গে থাকছে বর্ধমান জেলার খণ্ডকোষ। বাঁকুড়া জেলার ছয় কেন্দ্রের (বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, বড়জোড়া, ইন্দাস, সোনামুখী, শালতোড়া) ভোটার ১২ লাখ ৫০ হাজার ৯৬৩।

মনোনয়নের দিন তারকা সমাবেশ!

আলাপন প্রতিনিধি: মুনমুন সেনের মনোয়নের দিন তারকা সমাবেশ! তেমনই পরিকল্পনা করে রেখেছে তৃণমূল। প্রার্থী ঘোষণার পর দু'সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এখনও জেলায় পা রাখেননি মুনমুন সেন। এই নিয়ে জেলা তৃণমূলের নানা মহলেই অসন্তোষ। কিন্তু একবার মুনমুন এলে সেই অসন্তোষ আর থাকবে না, এমনটাই আশা তৃণমূল নেতৃত্বের।

ভোটের মনোনয়ন-পর্ব এখনও শুরু হয়নি। যেদিন মুনমুন সেন মনোনয়ন জমা

পরবর্তী অংশ সাতের পাতায়

সবার উপরে মানুষ সত্য

সম্পাদকীয়

তোমাকেই খুঁজতে হবে

গোটা রাজ্যেই ভোটের দামামা বেজে গেছে। আমাদের এই বাঁকুড়া জেলাও ব্যতিক্রম নয়। এখানেও দেওয়াল লিখন থেকে ছোট ছোট প্রচারসভা শুরু হয়ে গেছে প্রার্থী ঘোষণার আগে থেকেই। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে বামেদের প্রার্থী কারা হচ্ছেন, তা মোটামুটি পরিষ্কার হয়েই গিয়েছিল। বিজেপি-র প্রার্থী নিয়েও ধোঁয়াশা ছিল না। সবার চোখ ছিল তৃণমূলের তালিকার দিকে।

হ্যাঁ, তা একখানা চমক দিল বটে। জেলার কোনও নেতাকে নয়, রাজ্যপর্যায়েরও কোনও নেতাকেও নয়, একেবারে গ্ল্যামার দুনিয়া থেকেই প্রার্থী করা হল। প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পর থেকে এই সম্পাদকীয় লেখার সময় পর্যন্ত দশদিন পেরিয়ে গেছে। এখনও এই শহরে পা রাখেননি মুনমুন সেন। কবে আসবেন, কেউ জানে না। নাম ঘোষণার দিন থেকেই দেওয়াল দখল, দেওয়াল লিখন শুরু। টানা কয়েকদিনের চেষ্টায় যখন অনেক দেওয়াল ভরে উঠল, তখন শোনা গেল, মুনমুন সেন নাম ইভিএমে থাকবে না। কারণ, তাঁর স্কুল, কলেজ, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, বিয়ের সার্টিফিকেট—কোথাও নাকি মুনমুন সেন নেই। সব জায়গায় তিনি শ্রীমতী দেববর্মা। এই নামটাই সব জায়গায় লিখতে হবে। কিন্তু এত এত দেওয়ালে লেখা হয়ে যাওয়ার পর তা মুছে ফেলাও তো মুশকিল। রফাসূত্র বেরোলো, মুনমুন থাক, তবে বন্ধনীর ভেতর। ওপরে বড় বড় করে লেখা হোক শ্রীমতী দেববর্মা। এ তো গেল একপ্রস্থ। তিনি কোথায় থাকবেন, কী করবেন, কার গাড়িতে ঘুরবেন, তা নিয়েও চলছে আরেক প্রস্থ লড়াই। মনোনয়নের দিনে কোন কোন তারকা আসবেন, তা নিয়েও চলছে নানা জল্পনা। পুলিশের মাথায় হাত, কাকে কীভাবে নিরাপত্তা দেবেন। প্রার্থী আসার আগেই এসব নাটকে জমজমাট বাঁকুড়া।

নিঃসন্দেহে এবার ভোটেও একটা সেলিব্রিটি স্ট্যাটাস পাবে বাঁকুড়া। গতবার সুব্রত মুখার্জির সৌজন্যে প্রচার মাধ্যমে বড় জায়গা পেয়েছিল বাঁকুড়া। এবার মুনমুনের সৌজন্যে তা আরও বেশি করে পাবে। গতবার তবু রাজনৈতিক একটা পরিমণ্ডল ছিল। এলাকার সমস্যা নিয়ে যুক্তি-পাল্টা যুক্তির আবহটুকু ছিল। এবার সেটা থাকবে বলে মনে হয় না। মুনমুন কী রঙের শাড়ি পরলেন, লিপস্টিক লাগালেন কিনা, মেয়েরা এলেন কিনা, প্রচারের আগে এবং পরে কোন ক্রিম ব্যবহার করলেন, এগুলোই বেশি করে প্রাধান্য পাবে। অনেকে হয়ত সেসব নিয়েই মশগুল থাকবেন। এলাকার সমস্যা, রাজনৈতিক অবস্থান— এগুলো অনেক পেছনের সারিতে চলে যাবে।

হায় বাঁকুড়া। হায় তোমার রাজনৈতিক চেতনা। কোন পরিচয়ে তোমাকে চিনবে গোটা রাজ্যের মানুষ? এই উত্তরটা তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে।

ফেসবুকে আলাপন

মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার সহজ মাধ্যম হল ফেসবুক। এই ফেসবুকেও পেয়ে যাবেন রাঢ় আলাপনকে। বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুন, রাঢ় আলাপন আপনার হাতের নাগালেই।

সার্চ করুন aalaapan bankura

এতে আলাপনের বর্তমান সংখ্যা তো পাবেনই। পুরানো সংখ্যাগুলিও দেখতে পারেন। প্রতিটি পাতাই আপলোড করা আছে।

এছাড়াও aalaapan bankura group এ ক্লিক করতে পারেন। পিডিএফ ফাইলে আরও সহজে পড়তে পারেন। সেখানেই নিজের মতামত দিতে পারেন। বাঁকুড়া ও বাঁকুড়ার বিভিন্ন শহর সংক্রান্ত আরও অন্তত পঞ্চাশটি কমিউনিটিতেও পেয়ে যাবেন রাঢ় আলাপন। সেখান থেকেও পড়তে পারেন।

চিঠিচাপাটি

নতুন পথের সন্ধান

আমি বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের একজন ভোটার। এবারই প্রথম ভোট দেব। কাকে দেব, এখনও চূড়ান্ত করিনি। কিছুটা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি। রাজ্যজুড়ে এখন তৃণমূলের হাওয়া। তাই একের পর এক চিত্রতারকা দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তৃণমূল থেকেও তাঁদের জামাই আদর দিয়ে ডেকে এনে প্রার্থী করে দেওয়া হল। কোন দল কেমন, সে আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি, প্রার্থী নির্বাচনে তৃণমূল অনেক ছেলেখেলা করেছে। জেলার দুই আসনেই এমন দুজনকে প্রার্থী করা হল, যাঁরা ২ মাস আগেও তৃণমূলে ছিলেন না। একজন অভিনেত্রী মুনমুন সেন। আরেকজন সৌমিত্র খাঁ, যিনি একমাস আগেও কংগ্রেসের বিধায়ক ছিলেন। এমন দু'জনকে প্রার্থী করে কী বার্তা দিতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী? এটুকু বলতে পারি, এই দুই প্রার্থী নির্বাচনে জেলার তৃণমূল নেতাদের কোনও ভূমিকাই ছিল না। তাঁদের মতামত নেওয়া হয়েছিল বলেও মনে হয় না। অন্যদিকে সিপিএমে বছরের পর বছর একই প্রার্থী। আর কোনও বিকল্প ছিল না? সেই বিকল্প তৈরি না করতে পারাটাও কিন্তু একটা ব্যর্থতা। বিজেপি এবার ভাল ভোট পাবে বলেই মনে হয়। হাওয়াও ভাল। নতুন প্রজন্মের অনেক ভোটই তারা পাবে। এমনকি আমার ভোটটাও সেই তালিকায় যোগ হতেই পারে। আমরা নতুন। আমরাই তো নতুন পথের সন্ধান দিতে পারি।

শুভম বসু, *রামপুর, বাঁকুড়া*

লুকিয়ে থাকা দীর্ঘশ্বাস

ঘরে ঘরে বৃদ্ধাশ্রম। মনোজ ভট্টাচার্যর লেখাটি পড়ে বেশ ভাল লাগল। আমরা জানতাম, সল্টলেকে এমন বৃদ্ধবৃদ্ধারা থাকেন, যাঁদের ছেলে মেয়ে বিদেশে থাকে। বাবা মা পথ চেয়ে বসে থাকে, কখন তারা আসবে। আমাদের চেনা বাঁকুড়া শহরটাও যে এরকম হয়ে উঠেছে, বুঝতেই পারিনি। লেখাটা পড়ার পর চোখ খুলে গেল। খুব মর্মস্পর্শী, মন ছুঁয়ে যাওয়া লেখা। বুকের ভেতর কোথাও যেন একটা দীর্ঘশ্বাস লুকোনো আছে। এত কষ্ট করে, এত আত্মত্যাগ করে ছেলে-মেয়ে মানুষ করে এমন একাকীত্বের মধ্যে তাঁদের কাটাতে হচ্ছে। আর্থিক অভাব হয়ত নেই। কিন্তু পাশে কেউ নেই, শেষ বয়সে এই অনুভূতিটাও বেশ যন্ত্রণার। দারুণ একটি বিষয়কে বেছে নিয়েছেন মনোজবাবু। রাঢ় আলাপন যে একটি সংবেদনশীল কাগজ, তা এই লেখা থেকে আরও একবার বোঝা গেল। ভোটের বাজারে, এত রাজনীতির কচকচানির মাঝেও প্রতিবেদনটি আলাদা করে চোখে পড়ার মতো। আগামীদিনেও রাঢ় আলাপনে এমন লেখা আরও বেশি করে দেখতে চাই। সেই সঙ্গে জেলা পরিষদের কাছে একটি আবেদন, এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কথা একটু ভাবুন। তাঁদের এক ছাতার তলায় আনার উদ্যোগ নিলে কেমন হয়? ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সংস্থা পরিচালিত হোক।

সুচরিতা রায়, *শরৎপল্লী, বাঁকুড়া*

পরিবহন নিয়ে ভাবুন

কাজের সূত্রে আমাদের সবাইকেই বাঁকুড়ায় যেতে হয়। কিন্তু যানবাহনের এত সমস্যা, যেতে বেশ ভয়ই করে। শহরের একদিক থেকে আরেকদিকে যেতে গেলে হিমসিম খেতে হয়। ট্রেকার নেই, অটো নেই। সবার পক্ষে তো আর বাইক নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। সত্তর-আশি টাকা দিয়ে রিক্সা ভাড়া করতে হয়। বাঁকুড়ার ট্রাফিক সিস্টেম কারা কন্ট্রোল করেন, জানি না। তবে মানুষের সমস্যাগুলো নিয়ে তাঁরা ভাবেন বলে মনে হয় না। একটা জেলা সদর। সেখানকার পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ে কোনও পরিকল্পনার ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই পত্রিকার মাধ্যমে আমার অনুরোধ, এই ট্রাফিক নিয়ে কিছু ভাবুন। কিছু একটা উপায় বের করুন।

শৌনক পাত্র, *তালডাংরা*

রাঢ় আলাপনের নতুন কার্যালয়ের ঠিকানা

রাঢ় আলাপন
কল্যাণী ভবন, কেরানিবাঁধ, লালবাজার, বাঁকুড়া
পিন— ৭২২১০১
এই ঠিকানায় চিঠি পাঠাতে পারেন।
আগের মতো ই-মেলেও পাঠাতে পারেন।
ঠিকানা: aalaapan123@gmail.com

কোন কোন তারকা আসছেন? ঘুম ছুটেছে প্রশাসনের

আলাপন প্রতিনিধি: ভোটের বাজারে বাঁকুড়া মোটামুটি শান্ত জেলা। ভোটকে ঘিরে রাজনৈতিক হানাহানি, হিংসার ঘটনা অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক কম। এবারও যে বিরাট হিংসার আবহ, তা নয়। তবু ঘুম উড়ে গেছে প্রশাসনের। এবারের মাথাব্যথা রাজনীতিকদের নিয়ে যত না, তার থেকে ঢের বেশি গ্ল্যামার জগতের লোকদের ঘিরে।

বাসুদেব আচারিয়া নন, প্রশাসনের মূল চিন্তা মুনমুন সেনকে ঘিরে। গ্ল্যামার জগতের মানুষ। সিনেমার পর্দায় দেখা সুন্দরী নায়িকার কাছে মানুষ আরও বেশি করে যেতে চাইবেন, একটু ছুঁতে চাইবেন, পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে চাইবেন। ফলে হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি হবেই। তৃণমূল নেতারাও সবসময় ছবির ফ্রেমে থাকতে চাইবেন। কে কাকে সামলাবে! মুনমুন যেখানে থাকবেন, সেখানেও ভিড় জমাবে অনেক মানুষ। সেখানেও নানা বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা।

আশঙ্কা যে শুধু মুনমুনকে নিয়ে, তা নয়। শোনা যাচ্ছে, তাঁর হয়ে প্রচারে আসবেন বড় বড় তারকারা। স্বয়ং মমতা ব্যানার্জি তো আসবেনই। আসবেন তৃণমূলের অন্য নেতারা। তার চেয়েও বেশি চিন্তা ফিল্ম জগতের লোকদের ঘিরে। শোনা যাচ্ছে মিঠুন চক্রবর্তীকে দিয়ে নানা জায়গায় রোড শো করানো হতে পারে। হাতের সামনে মিঠুনকে পেলে সেই ভিড় সামাল দেওয়া যে কী কঠিন, সে কথা ভেবে এখন থেকেই চিন্তায় প্রশাসন। দেব, শতাব্দী, তাপস পালরাও লোকসভার প্রার্থী। তাঁরাও সতীর্থ মুনমুনের জন্য একদিন বা দুদিন আসতে পারেন, এমনটা শোনা যাচ্ছে। টলিউডের অনেক তারকাই শাসকদলের ঘনিষ্ঠ। তাঁদের একটা বড় অংশকে এবার দেখা যেতে পারে চমক হিসেবে। হাতের কাছে এই সব তারকাদের পেলে গ্রামের মানুষ হামলে পড়তে পারেন, এমন আশঙ্কাও আছে।

পুলিশের শীর্ষকর্তাদের নিয়ে পুলিশ লাইনে হয়ে গেছে এক প্রস্থ বৈঠক। ছিলেন পশ্চিমাঞ্চলের আই জি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা। বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার মুকেশ কুমার সহ জেলা পুলিশের শীর্ষকর্তাদের নিয়ে হল ৬ ঘণ্টার রুদ্ধদ্বার বৈঠক। একটি প্রাথমিক ব্লু প্রিন্ট তৈরি করা হয়েছে। রোড শোয়ের সময় জনতার দিকে নজর রাখার জন্য থাকছে গোপন ক্যামেরা। কোন তারকা কবে আসতে পারেন, তার একটা সম্ভাব্য সূচি, চাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন দলের কাছে। বিশেষ করে, চলচ্চিত্র জগতের লোকেরা কে কবে আসছেন, তাঁর গাড়িতে কারা কারা থাকতে পারবেন, এসব আগাম জেনে রাখতে চাইছে পুলিশ। সেই তারকাদেরও অনুরোধ করা হবে, তাঁরা যেন প্রশাসনকে সহযোগিতা করেন। তাঁরা যেন জনতার ভিড়ে খুব বেশি মিশে না যান।

জেলা পুলিশ সূত্রের খবর, আরও কয়েক দফা বৈঠক হবে। কীভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়, তা নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা হবে।

প্রবাসের চিঠি

কাজের সূত্রে বা অন্য কোনও কারণে বাঁকুড়ার বাইরে থাকেন? নিজের প্রিয় জেলার কথা খুব মনে পড়ে? বাঁকুড়ার নানা বিষয় নিয়ে আপনিও কিছু লিখতে চান? আপনাদের জন্যই থাকছে — প্রবাসের চিঠি।

মন খুলে নিজের কথা লিখুন। আপনার সেই বার্তা পৌঁছে যাবে আপনার প্রিয় মানুষদের কাছে। চিঠি লিখুন: aalaapan123@gmail.com

পিডিএফ বা জেপিজি ফর্মাটে পাঠাতে পারেন। সমস্যা হলে রোমান হরফেও লিখতে পারেন।

টেলিফোনে কোনও খবর জানাতে চান? ফোন করুন ৯৮৩১২২৭২০১

প্রশাসনের লজ্জা ওঁরা ঢেকে দিলেন

ঘটা করে পালিত হয়ে গেল নারী দিবস। নারীদের লড়াই নয়, নারীদের পোশাক আর ফ্যাশন যেন বেশি প্রাধান্য পেয়ে গেল। নারী মানেই যেন শহুরে শপিং মলে যাওয়া, বিউটি পার্লারে যাওয়া বা গয়নার দোকানে ভিড় করা সৌখিন এক সত্ত্বা। আবার কোথাও কোথাও নারীবাদ মানেই পুরুষকে তেড়ে গালমন্দ করা। এটাও একটা ফ্যাশন।

আমরা বরং নারীদের অন্য এক ভূমিকার দিকে চোখ রাখি। ঘটনাটি ঘটল খাতড়ার গোড়াবাড়ি অঞ্চলে। এখানকার ২০০ মহিলা একত্রিত হয়ে যে কাজটি করলেন, তা নিয়ে বিশেষ মাতামাতি হওয়ার কথা নয়। মাতামাতি হবেও না। আপাত দৃষ্টিতে তাকে হয়ত নেহাতই ছোট ঘটনা বলেই মনে হবে।

এলাকায় দিনের পর দিন বেড়ে চলেছিল চোলাইয়ের কারবার। সারাদিন মজুরি খেটে যা জোটে, তার সিংহভাগ (বা পুরোটাই) চলে যায় ভাঁটিখানায়। শূন্য হাতে ফিরে বাড়িতে বউয়ের ওপর বীরত্ব ফলানো, এ আর নতুন কী? গ্রামীণ আর্থসামাজিক কাঠামোর অনেকটাই ভেঙে পড়েছে মদ্য পানের জন্য। প্রশাসনকে জানিয়ে ফল হয়নি। কারণ, নানা জায়গায় নানা 'ব্যবস্থা' হয়ে আছে। তাই সেই মহিলারা নিজেরাই বেরিয়ে পড়লেন। সবাই একজোট হয়ে একের পর এক মদের ভাঁটি ভেঙে ফেললেন। পুরুষদের দিক থেকে একটু প্রতিরোধ এল ঠিকই, কিন্তু সম্মিলিত নারীশক্তির কাছে ওই বীরপুরুষদের পিছু হটতেই হল।

কয়েকদিন আগে এমনই এক অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কোতুলপুরের বিডিও অভিনন্দা মুখোপাধ্যায়। তিনি গ্রামীণ মহিলাদের বলেছিলেন, তোমাদের লড়াই তোমাদেরই লড়তে হবে। নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চোলাই বিরোধী অভিযানে। সেই স্রোত কোতুলপুর থেকে পৌঁছে গেল জঙ্গলমহলে। মহিলারা নিজেরাই রুখে দাঁড়ালেন নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে।

নারী দিবস কবে, ওঁরা হয়ত জানেনও না। ওঁদের জানার দরকারও নেই। ওঁরা নিজেদের লড়াই নিজেরাই লড়তে জানেন। নিজের অজান্তেই নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। নারী দিবসের শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে এবারের লাল গোলাপ জঙ্গল মহলের ওই লড়াকু নারীদের হাতেই তুলে দিলাম।

সবাই জানেন, তবু ওঁদের 'তদন্ত চলছে'

জেলায় আইনের শাসন যে নেই, তা জেলা প্রশাসন প্রতিদিন প্রমাণ করে দিচ্ছেন। নিরপেক্ষতা তো দূরের কথা, নিরপেক্ষতার মুখোশটুকুও থাকছে না। নির্লজ্জ তাঁবেদারি করতে করতে নিজেদের ক্রমাগত হাস্যকর করে তুলছেন।

গত সাত দিনে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনার দিকে তাকানো যাক। দুটি ক্ষেত্রেই ঘটনাস্থল গোবিন্দ নগর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা। দুটি ক্ষেত্রেই পুলিশের ভূমিকা বেশ লজ্জাজনক। প্রথমে ঘটল সিপিএমের পার্টি অফিস ভাঙচুরের ঘটনা। সাইনবোর্ড ভেঙে দেওয়া হল। পতাকা নামিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। জ্বলন্ত টায়ার এনে কাঠের দরজা পুড়িয়ে ফেলা হল। কারা এই 'হীন কাণ্ড'টি ঘটিয়েছে, এলাকার অনেকেই জানেন। জানে না শুধু পুলিশ। আগেও হামলা হয়েছে। প্রকাশ্যে অফিস পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়িত হোক আর না হোক, এই সব হুমকি ঠিক বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হল। শাসক দলের সেই এক সাফাই, 'সিপিএম নিজেরা আগুন লাগিয়ে আমাদের নাম দিতে চাইছে।' আর পুলিশ সুপারের সেই এক সাফাই, 'তদন্ত চলছে।' কতদিন ধরে চলবে, কে জানে!

লুম্পেনরা জেনে গেছে, 'তদন্ত চলছে' শব্দের মানে কী? তাই আরও বেপরোয়া হতে তাদের সাহসের কোনও অভাব হয় না। পরের ঘটনা হোলির দিন। এবারও ঘটনাস্থল সেই গোবিন্দ নগর এলাকা। দুপুর বেলা সবার চোখের সামনে, দীর্ঘক্ষণ ধরে তাণ্ডব চালালো এক নেতা ও তার অনুগামীরা। বেশ কয়েকটি লজে তারা ভাঙচুর চালালো। কারণ কী, তারাই জানে। এবারও লজ মালিকদের কেউ কেউ পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালেন। যথারীতি এক উত্তর, তদন্ত চলছে। সবাই জানে, শুধু পলিশ জানে না। তাই তাঁদের 'তদন্ত চলছে' নামক নির্লজ্জ অজুহাতের আড়ালে আশ্রয় নিতে হয়। সাধারণ মানুষকে কি এঁরা এতই বোকা ভাবেন? আপনারা যত খুশি 'তদন্ত' চালান। আপনারা যে মেরুদণ্ডহীন, তা নিয়ে জনতার কোনও তদন্ত চালানোর দরকার নেই। আপনারা নিজেরাই দিনের পর দিন তার প্রমাণ রেখে যাচ্ছেন। এবারের লাল কার্ড বাঁকুড়ার পুলিশ প্রশাসনকে।

পরধর্ম ভয়াবহ

প্রকাশ মুখার্জি

এ রাজ্যের স্কুলগুলিতে এখন ইনস্পেকশন হয় না বললেই চলে। আগে ইনস্পেক্টর আসতেন। আর তা নিয়ে বিস্তর গল্প ছড়াতো। তেমনি একটি গল্প—

ইনস্পেক্টর : climate মানে কী?

ছাত্র: — ?

ইনস্পেক্টর: বেশ, এটা বলে দিই। জলবায়ু। এসো, এবার ওই শব্দটাকে ছোট করে দিই। mate মানে বলো।

ছাত্র: স্যার, এবার পারব। বায়ু। mate বায়ু। ক্লাইমেট মানে যেহেতু জলবায়ু।

সামনে লোকসভা ভোট। ভোটের বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের একটি অংশকে দেখে এই গল্পটা বেশ লাগসই মনে হল। ক্লাইমেটের মানে জেনে নিয়ে যেমন কোনও কোনও ছাত্রছাত্রী মেট এর মানে বলতে পারে, তেমনি কিছু অভিনেতা তাঁদের অভিটুকু বাদ দিয়ে সহজেই নেতা হতে পারবেন, এরকম ভাবছেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এই ভাবনা আর বুদ্ধিবৃত্তি আমাদের ক্লাসের ওই ছাত্রের মতো নয় কি?

অভিনয় কলা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। এবং সম্মানের। অভিনেতাকে সেই কলা শিখতে হয়। আয়ত্ব করতে হয় একদিকে শারীরিক ভাষাভঙ্গি, অন্যদিকে অনুশীলন করতে হয় কণ্ঠস্বরেরও। তীব্র ইচ্ছা আর পরিশ্রমের ক্ষমতা না থাকলে অভিনয়ে সাফল্য পাওয়া যায় না। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাঁদের অভিনয়ে আমাদের মনের খাবার জোগান, আনন্দ দেন। অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের অভিনয় কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে সমাজ পরিবর্তনে মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করে।

ওই সমাজ পরিবর্তনের আর সুশাসন-রীতি প্রতিষ্ঠার সুতীব্র ইচ্ছাই রাজনীতির চালিকাশক্তি। ওই ইচ্ছা থেকেই কেউ কেউ রাজনীতিতে আসেন। মানুষের দারিদ্র্য যন্ত্রণা, প্রশাসনে অস্বচ্ছতা, একটি পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠনের স্বপ্ন মানুষের রক্তে যখন ঢেউ তোলে, হৃদয়-মনকে আলোড়িত করে, তখন সমাজসেবার বৃহত্তর ক্ষেত্র হিসেবে মানুষ গ্রহণ করেন রাজনীতিকে।

মানুষের দারিদ্র্য যন্ত্রণা, প্রশাসনে অস্বচ্ছতা, একটি পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠনের স্বপ্ন মানুষের রক্তে যখন ঢেউ তোলে, হৃদয়-মনকে আলোড়িত করে, তখন সমাজসেবার বৃহত্তর ক্ষেত্র হিসেবে মানুষ গ্রহণ করেন রাজনীতিকে।

রাজনীতির মানুষজনের তাই জনসাধারণের সঙ্গে নিবিড় যোগ না থাকলেই নয়। অন্যদিকে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ওই সাধারণের সঙ্গে একটি সচেতন দূরত্ব সদাই রক্ষা করে চলেন বলে জানি।

এবারের নির্বাচন, বিশেষত এই বাংলায়, ওই ভাবনা গুলিয়ে দিচ্ছে। বাপ্পি লাহিড়ি, বাবুল সুপ্রিয়, ভূমির সৌমিত্র, ইন্দ্রনী সেনের মতো গায়করা, দেব, মুনমুন সেন, সন্ধ্যা রায়, অর্পিতা ঘোষদের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ভোটে দাঁড়িয়ে গেছেন। আশৈশব যে বিষয়ে এঁরা চর্চা করে এসেছেন, সেখানে আর কিছু দেওয়ার ক্ষমতা কি এঁদের সবারই ফুরিয়ে গেল? নাকি রাজনীতির নেতা-নেত্রীরাই এতদিন অভিনয় করে আসছিলেন, তাই ভাবছেন, প্রকৃত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রাজনীতিতে এলে অভিনয়ের কাজটা আরও ভাল হবে? কিংবা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পর্দায় যা করেন, বাস্তবেও তাই করবেন? দেব কি হাসপাতালে গিয়ে অপারেশন করবেন? মুনমুন দেবেন ব্রিজ তৈরির প্ল্যান? মানবে কেউ? নাকি রাজনীতি ভীষণ সস্তা, সহজ? এখানে কোনও প্রশিক্ষণ লাগে না, দরকার হয় না মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিত্যদিনের লড়াইয়ের অংশীদার হওয়ার?

অভিনয়ে আনাড়ি লোক যেমন লোক হাসি ঘটায়, মঞ্চে অসহায় বোধ করে, রাজনীতিতেও তো ঠিক তাই। অমিতাভ বচ্চনের মতো জনপ্রিয় অভিনেতা 'পরধর্ম রাজনীতি'তে এসে নিজের ভুল বুঝে আবার স্বধর্মে ফিরে গেছেন। সমাজের বিবেক কবি, শিল্পীরা তাঁদের শিল্পচর্চা দিয়ে সমাজকে সচল আর রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারেন। কিন্তু তাঁরা স্বধর্ম ভুলে রাজ-সান্নিধ্যলোভী হয়ে পড়ছেন। বাংলার শক্তিশালী কবি জয় গোস্বামী কিছুদিন মুখ্যমন্ত্রীর পাশে ঘোরাঘুরি করে নিজের লেখার কলমটাই খুইয়েছিলেন। তাঁর সেই আক্ষেপ ঝরে পড়ল মাসখানেক আগেই একটি পাক্ষিক পত্রিকায়। অকপটে স্বীকার করেছেন, তাঁর 'ক্ষমতার খুব কাছাকাছি' চলে যাওয়ার কথা, তুলে ধরেছেন ক্ষমতার লোভী এবং পতনশীল রূপটি। 'উনি' কবিতায় বলেছেন, উনি প্রতিবাদ কখনও পছন্দ করেন না। এমনকি নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছেন, নপুংসক হয়ে গেছেন। এমনতরো কথাবার্তা তীব্র বিবেক যন্ত্রনার সঙ্গে তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে। গরাদ গরাদ শীর্ষনামে তাঁর এই কবিতাগুলি অনেকেই পড়েছেন নিশ্চয়।

অমিতাভ বচ্চনের মতো জনপ্রিয় অভিনেতা 'পরধর্ম রাজনীতি'তে এসে নিজের ভুল বুঝে আবার স্বধর্মে ফিরে গেছেন। সমাজের বিবেক কবি, শিল্পীরা তাঁদের শিল্পচর্চা দিয়ে সমাজকে সচল আর রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারেন। কিন্তু তাঁরা স্বধর্ম ভুলে রাজ-সান্নিধ্যলোভী হয়ে পড়ছেন।

কবি সুবোধ সরকার এ বছর সরকারি পুরস্কার পেয়েছেন, সরকারি কবি হয়ে সরকারের পক্ষে প্রচারে নেমে পড়লেন। হয়ত ভবিষ্যতে স্বধর্ম খোয়ানো এ-কবিরও আত্মগনি ঝরে পড়বে কবিতায়— হয়ত।

এবার একটু অন্যভাবে ভাবি। যদি বাসুদেব আচারিয়া, কিংবা মুকুল রায়, কিংবা স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী সিনেমায় অভিনয় করেন, নাচিয়ে গাইয়ে নায়ক নায়িকা হয়ে যান, ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে? হাসি পাবে না? ঠিক তেমনি অভিনয়ের লোকেরা রাজনীতিতে এলে আমাদের হাসি পায় না, পাবে না?

আসলে নিজের নিজের ক্ষেত্রের কাজ ঠিকমতো করলেই সত্যিকারের কিছু করা হয়। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়। পরধর্ম ভয়াবহ।'— এই সুক্তিটি মনে রাখলেই দেশ, জাতি, সমাজের মঙ্গল হত যথার্থ। পরধর্ম ছেনে স্বধর্ম চর্চায় মন দিতে আর কত দেরী করবেন গুণী গুণী সব মানুষজন?

আপনিই রিপোর্টার

আমরা চাই, বাঁকুড়া জেলার নানা প্রান্তের খবর উঠে আসুক রাঢ় আলাপনের পাতায়। কিন্তু আমাদের সামর্থ্য সীমিত। সব জায়গায় প্রতিনিধি রাখাও সম্ভব নয়। তাই আপনিই হয়ে উঠতে পারেন আপনার এলাকার রিপোর্টার। এলাকার কোনও সমস্যা ও অভিযোগের কথা জানাতে পারেন। কোনও সভা, সমিতি বা অনুষ্ঠানের কথাও জানাতে পারেন। ফোন করুন ৯৮৩১২-২৭২০১ বা ৯৯৩২৩-২০৯৬৫ নম্বরে।

পাঠকের সঙ্গে

কেমন লাগছে রাঢ় আলাপন? খোলামনে নিজের মতামত জানান। কোনও বিষয়ে আপনার নির্দিষ্ট কোনও পরামর্শ থাকলে তাও জানান। আমাদের অবস্থান সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন থাকলে নির্দ্বিধায় জানাতে পারেন। আপনাদের প্রশ্ন, আমাদের জবাব। সবমিলিয়ে একটা খোলামেলা আড্ডা হয়ে যাক। মেল বা এস এম এস করতে পারেন। ফেসবুকেও প্রশ্ন করতে পারেন।

ই মেল:
aalaapan123@gmail.com
ফোন: ৯০০৭৪ ৬৭১২৩

আপনার প্রশ্ন প্রার্থীর জবাব

লোকসভার প্রার্থীতালিকা ঘোষিত। আপনি আপনার এলাকার প্রার্থীকে প্রশ্ন করুন। সেই প্রশ্ন আমরা পৌঁছে দেব প্রার্থীর কাছে। তিনি জবাব দেবেন আপনার প্রশ্নের। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের প্রার্থীদের জন্যই এই প্রশ্ন। সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি বা কংগ্রেস— যে কোনও প্রার্থীর কাছেই আপনার প্রশ্ন রাখতে পারেন। এমনকি অপ্রিয় প্রশ্নও করতে পারেন। কয়েকজন প্রার্থীর সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁরা জবাব দিতে সম্মতি জানিয়েছেন। আশা করি, বাকিরাও উত্তর দেবেন।

প্রশ্ন পাঠান এই ঠিকানায়:
aalaapan123@gmail.com অথবা এস এম এস করতে পারেন ৯০০৭৪ ৬৭১২৩ নম্বরে। আপনার প্রশ্ন ৩০ মার্চের মধ্যে যেন পৌঁছে যায়।

কলকাতার মঞ্চে উঠে এল বাঁকুড়ার প্রবীণদের কথা

আলাপন প্রতিনিধি: প্রবীণ মানুষেরা বড় নিঃসঙ্গ। গ্রাম থেকে শহর, ছবিটা প্রায় একইরকম। কিন্তু সেই নিঃসঙ্গ মানুষগুলির পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসেন আরও অনেক মানুষ। সেই প্রবীণ মানুষদেরই আরও বেশি করে সমাজের মূলস্রোতে আনতে উদ্যোগী বেথুন ইনস্টিটিউট অফ জেরিয়াট্রি' রিচার্স অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা বয়সে প্রবীণ হলেও মনের দিক থেকে নবীন।

সম্প্রতি এই সংস্থা সংবর্ধনা জানাল বেশ কয়েকজন গুণী মানুষকে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাঁকুড়া জেলার নির্মল সমাদ্দার। স্কুলজীবন কলকাতায় কাটলেও কর্মজীবনের পুরোটাই কেটেছে বাঁকুড়া জেলায়। প্রায় চার দশক ধরে শিক্ষকতা করেছেন ছাত্না চণ্ডীদাস বিদ্যাপীঠে। ছাত্রদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এই শিক্ষক।

অবসরের পরও কিন্তু বাড়িতে বসে থাকেননি। এই ছিয়াত্তর বছরেও তাঁর উদ্যম যে কোনও তরুণকে লজ্জায় ফেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। আরও অনেক প্রবীণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মেতে রইলেন নতুন এক জীবনের সন্ধানে। যেখানে প্রবীণরা একাকীত্ব নয়, একসঙ্গে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। তাঁর এই উদ্যমকেই সম্মান জানাল বেথুন ইনস্টিটিউট।

মঞ্চে প্রবীণ শিক্ষকের স্মৃতিচারণে বারবার ফিরে এল বাঁকুড়ার ছাত্নার কথা, 'আমি যেখানে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছি, সেই ছাত্নার প্রবীণ মানুষেরা বড় নিঃসঙ্গ। সবাই একটা একাকীত্বে ভুগছেন। আমি এই সম্মান ছাত্নার সেই প্রবীণ মানুষদের উৎসর্গ করলাম। তাঁদের জন্য যদি এরকম কোনও সংগঠন কাজ করে, খুব খুশি হব।'

উঠে এল শিক্ষকজীবনের কথাও, 'ভাল ছাত্রদের দিকে শিক্ষকদের বাড়তি নজর থাকে। কিন্তু আমি বরাবরই উল্টোটা করার চেষ্টা করেছি। আমি দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে বেশি ভাব করতাম। তাদের ডাকতাম। তাদের সঙ্গে মিশতাম। বোঝার চেষ্টা করতাম, এই ছেলেটা কেন পালিয়ে যাচ্ছে, কেন পড়াশোনা করছে না, কোন বিষয়ে এর আগ্রহ। এভাবেই তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতাম। অনেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার শুধু ঠিকমতো সুযোগ পায়নি বলে অনেক প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও অনেক ছেলে হারিয়ে গেছে।' প্রবীণ শিক্ষকের কণ্ঠ যেন ভারাক্রান্ত। কিন্তু শুধু অবসর যাপন বা স্মৃতিচারণ নয়, আরও অনেককিছু করার আছে, এটাও মনে মনে বিশ্বাস করেন। আর তাই এই ছিয়াত্তরেও নতুন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন।

গ্রাহক হতে চান?

বাড়িতে বসে রাঢ় আলাপন পড়তে চান? রাঢ় আলাপনের গ্রাহক হতে চান? ডাকযোগে আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে রাঢ় আলাপন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ১০০ টাকা। যোগাযোগ করুন ৮৯৪২৮ ২৫৮৫৬ নম্বরে।

রাঢ় আলাপন

ডিসপ্লে বিজ্ঞাপনের রেটচার্ট

ফুল পেজ	(৩২ × ২২ সেমি)	৪০০০ টাকা
ব্যাক পেজ	(৩২ × ২২ সেমি)	৫০০০ টাকা
হাফ পেজ	(১৫ × ২২ সেমি) বা ৩০ × ১১ সেমি)	২০০০ টাকা
ব্যাক পেজ		২৫০০ টাকা
কোয়ার্টার পেজ	(১১ × ১৫ সেমি)	১০০০ টাকা
প্রথম পাতা		
ইয়ার প্যানেল	(৫ × ৫ সেমি)	৩০০ টাকা
সোলাস	(১০ × ১০ সেমি)	১০০০ টাকা
স্ট্রিপ	(২২ × ৫ সেমি)	১০০০ টাকা
ভেতরের পাতা		
বক্স	(১০ × ৫ সেমি)	৫০০ টাকা
স্মল বক্স	(৫ × ৫ সেমি)	২৫০ টাকা

একসঙ্গে তিন মাস বা ছ'মাসের চুক্তি করলে আকর্ষণীয় ছাড়।

যোগাযোগ করুন ৯০০৭৪ ৬৭১২৩

নির্বাচনি পদাবলি

রবি কর

শ্রীমতীর কী হল কপালের ফাঁড়া।
এপ্রিল মে মাসে পোড়া রোদ আকাশে
গনগনে হয়ে ওঠে বাঁকুড়া।।

সদাই ধেয়ানে চাহে সূর্যপানে
থার্মোমিটারে ওঠে পারা।
সানস্ক্রিন, সানগ্লাস জল খায় গস গস
ত্বক যেন নাহি হয় পোড়া।।

এলাইয়া শাড়ি হুডখোলা গাড়ি
আকাশে জ্বলিছে চুল্লি।
ফ্যাঁসফেঁসে স্বরেতে ফিরিছে দ্বারেতে
চাহিছে যাইতে দিল্লি।।

জোড়া ফুল ধরি বিগত সুন্দরী
লড়িছে নির্বাচনে।
রবি কর কয় নব পরিচয়
বাঁকুড়া জেলার সনে।।

নির্বাচনি পদাবলি ২

কে না মোরে পাঠাল বড়াই কাঁসাই নৈকূলে।
কে না মোরে পাঠাল বড়াই এ রাঢ় বঙ্গালে।।
নরম শরীর মোর বেশরম মন।
সকালে বিকেলে মাখি ত্বকের লোশন।।
কে না মোরে বাঁশ দিল সে না কোন জনা।
বাঁকুড়ার মা মাটি সবই যে অজানা।।
কে না মোরে বাঁশ দিল ভোটের হরিষে।
তাঁর দলে ভিড়েছিনু কোন গ্রহ দোষে।।
কে না মোরে দিল বড়াই এত বড় সাজা।
রোদে পুড়ে ধুলো মেখে হব ভাজা ভাজা।।
অঝোরে ঝরায়ে মোর নয়নের পানি।
প্রচারের ধকলে মোর যাইবে পরানি।।

বিজ্ঞাপনের জন্য

রাঢ় আলাপন এখন ছড়িয়ে পড়েছে জেলার নানা প্রান্তে। এমনকি সোশ্যাল সাইটের দৌলতে রাজ্যের ও দেশের নানা প্রান্তে। এই পত্রিকার মাধ্যমে অতি অল্প খরচে আপনি আপনার বিজ্ঞাপন পৌঁছে দিতে পারেন অসংখ্য পাঠকের কাছে। বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন — ৮৯৪২৮ ২৫৮৫৬ নম্বরে।

ভোট পর্ব

গোটা দেশজুড়েই চলছে ভোট পর্ব। বৃহত্তম গণতন্ত্রের মহোৎসব। বাঁকুড়াও মেতে উঠেছে নিজস্ব আঙ্গিকে। আগামী ২ মাস রাঢ় আলাপনের পাতাতেও উঠে আসবে ভোট সংক্রান্ত নানা লেখা। ভোট নিয়ে ছড়া, রম্যরচনা, অনুগল্প লিখে পাঠাতে পারেন (বাঁকুড়া জেলা সংক্রান্ত বিষয় হলে অগ্রাধিকার)। মৃদু শ্লেষ বা কটাক্ষ থাকতেই পারে। তবে তা যেন নিম্নরুচির না হয়।

পোস্ট বা কুরিয়েরেও লেখা পাঠাতে পারেন। ই মেলেও পাঠাতে পারেন।

স্মৃতিটুকু থাক

বছরটা তো বেঁচে গেল!

কিছু কিছু স্মৃতি আছে, যা অনেকদিন পরেও থেকে যায়। উচ্চ মাধ্যমিক দিতে গিয়ে আমার তেমনই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেবার আমাদের সেন্টার পড়েছিল বাঁকুড়ার একটি স্কুলে। পরীক্ষা দিতে দিতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। মাথা ঘুরছে। অতিরিক্ত টেনশনে হয়ত এমনটা হয়েছিল। আর পরীক্ষা দিতে পারব কিনা, সেটা নিয়েই সংশয়ে ছিলাম। স্যারদের জানালাম। একজন স্যার আমাকে বাইরে নিয়ে গেলেন। কাছেই এক ডাক্তারবাবুর বাড়ি। দ্রুত লোক পাঠিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনা হল। আমাকে ঘিরে তখন অন্যান্য শিক্ষকদের ভিড়। ডাক্তারবাবু এসেই বললেন, ঘর ফাঁকা করুন। এত লোক দেখলে ও আরও নার্ভাস হয়ে পড়বে। সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একজনকে দ্রুত পাঠালেন ওষুধ আনতে। সেই ওষুধ খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়। তখন ডাক্তারবাবু বলেন, একে আলাদা কোনও ঘরে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে? মানবিক কারণে বাকি শিক্ষকরা রাজি হয়ে গেলেন। একঘণ্টা নষ্ট হয়েছিল। কিন্তু বাকি পরীক্ষাটুকু দিতে পেরেছিলাম। নম্বর একটু কম পেলেও একটা বছর নষ্টের হাত থেকে বেঁচে গেলাম। নাম না জানা সেই শিক্ষকদের ও অচেনা সেই ডাক্তারবাবুকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

সুমন গুপ্ত, *হেভিমোড়, বাঁকুড়া*

তফাত বুঝতাম না

ভোট এগিয়ে আসছে। খুব ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। অনেক দেওয়ালে অনেক প্রার্থীর দেওয়াল লিখন চলছে। আমি ও কয়েকজন বন্ধু মিলে রঙ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। চুন দেওয়া সাদা দেওয়াল। বিভিন্ন দল চুন দিয়ে রেখেছে তাদের প্রার্থীদের নাম ও দলীয় প্রতীক আঁকবে বলে। আমরা তো সাদা দেওয়াল পেয়ে দারুণ খুশি। মনের আনন্দে নানা রকম ছবি এঁকে গেলাম। কোথাও আঁকলাম বাঘের ছবি। কোথাও গাছের ছবি। যারা চুন দিয়ে রেখেছিল, তাদের রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। একজন এসে ধমকে দিল, 'আমরা চুন দিয়ে রাখলাম। আর তোরা এইসব আঁকছিস? জানিস না, এগুলো ভোটের দেওয়াল?' ভোটের দেওয়াল! সেটা আবার কী ? মাথায় ঢুকল না। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, কাস্তে হাতুড়ি তারা, হাত— এসব আঁকা হয়। এবার বুঝলাম। একই দেওয়ালে পাশাপাশি দুটোই এঁকে দিলাম। একজন কংগ্রেস নেতা এসে বললেন, আমাদের দেওয়ালে কাস্তে হাতুড়ি এঁকেছিস কেন? তোদের কে আঁকতে বলল? আবার বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। এবার সিপিএমের চুনকাম করা দেওয়ালে বড় বড় করে হাত এঁকে দিলাম। এবার সিপিএমের এক নেতা দেখতে পেয়ে বাবাকে নালিশ করে দিল। বাড়িতে বকুনি খেলাম। এখন মনে পড়লে হাসি পায়। সেই দিনগুলোই বোধহয় ভাল ছিল। সিপিএম, কংগ্রেস— এসব তফাতটুকু বুঝতে পারতাম না।

মনোজ সিনহা মহাপাত্র, *সিমলাপাল*

ক্ষমা চাইছি

মাস্টারমশাইয়ের পিঠে বেলুন

হোলি প্রায় এসেই গেল। আপনাদের এই বিভাগে অনেকে নিজের নানা স্মৃতির কথা তুলে ধরছেন। আমিও একটি পাঠালাম। আমরা তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। সেবার এক বন্ধু বলল, বেলুনের ভেতর রঙ ভরে ছাদ থেকে ছুঁড়ব, দারুণ মজা হবে। অভিনব এই পরিকল্পনা শুনে বেশ উৎসাহী হয়ে পড়লাম। বেলুন কিনে আনা হল। পিচকারিতে করে রঙ ভরা হল। এক বালতি জলে ভিজিয়ে রাখা হল বেলুন বোমা। সেই বন্ধুর বাড়ির ছাদ থেকে একে-তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগলাম। কোনওটা গায়ে লাগল, কোনও পাশে পড়ে রঙ ছিটকে গেল। যাঁদের ছুঁড়ছিলাম, তারা আমাদেরই বয়সী। তাই সমস্যা হয়নি। কিন্তু একবার নিশানায় একটু গণ্ডগোল হয়ে গেল। এক মাস্টারমশাইয়ের পিঠে গিয়ে বেলুন ফেটে গেল। মাস্টারমশাই বুঝতে পারার আগেই লুকিয়ে গেলাম। মাস্টারমশাই অন্য একজনকে সন্দেহ করলেন। তিন চারদিন পর ক্লাসে সেই ছেলেটিকে অকারণে মারলেন। কেন মাস্টারমশাই তাঁকে মারলেন, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু সেদিন মাস্টারমশাইকে সত্যি কথাটা বলতে পারিনি। আজ সেই বিমল স্যারের কাছে ক্ষমা চাইছি। তিনি হয়ত ভুলেও গেছেন। আশা করি, তিনি এতদিন আগের ঘটনার জন্য ক্ষমা করে দেবেন।

অরূপ সেনগুপ্ত, *হাড়মাসড়া*

আপনিও লিখুন

আপনার মনের মধ্যেও অনেক স্মৃতি ভিড় করছে? অন্যদের সঙ্গে সেই স্মৃতি ভাগ করে নিতে চান? তাহলে আপনার সেই অনুভূতির কথা লিখে পাঠান। তবে সমসাময়িক বিষয় হলে তা অগ্রাধিকার পাবে। যেমন আগামী দু'মাস ভোট, পরীক্ষার পরের ছুটি, গ্রীষ্মের নানা স্মৃতি, দুষ্টুমি তুলে ধরতে পারেন। চেষ্টা করুন ছোট ছোট বাক্যে ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাতে। তবে কাউকে আক্রমণ করে নয়। কাউকে অকারণ ছোটও করবেন না। এই জাতীয় চিঠি ইচ্ছে করেই উপেক্ষা করতে হচ্ছে। মনে রাখবেন, এটা কিন্তু রাগ মেটানোর জায়গা নয়। অনেক সুখস্মৃতি, অনেক কৃতজ্ঞতাও তো থাকে। সেগুলোই তুলে ধরুন।

ঠিকানা: রাঢ় আলাপন, কল্যাণী ভবন, কেরানি বাঁধ, লালবাজার, বাঁকুড়া, পিন ৭২২১০১।।

ই মেলেও লিখতে পারেন : aalaapan123@gmail.com

আপনার প্রশ্ন, আমাদের কৈফিয়ত

বেশ কিছু চিঠি আসছে। আসছে কিছু ফোনও। নানা প্রশ্ন, নানা বিভ্রান্তি। শুধু তাঁদের নয়, এই প্রশ্ন, এই বিভ্রান্তি হয়ত আরও অনেকের। তাই আমাদের তরফ থেকে কিছু ব্যাপার স্পষ্ট করা দরকার।

প্রশ্ন:সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প আপনাদের কাগজে যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না। এতরকম প্রকল্প হচ্ছে, শিলান্যাস হচ্ছে, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না? নাকি দেখতে চাইছেন না? **রাহুল মাজি,** *গঙ্গাজলঘাটি*

উত্তর: এমনিতেই সব কাগজে, চ্যানেলে সরকারি প্রকল্পের ঢালাও বিজ্ঞাপন। তার বাইরেও প্রচারের বন্যা। তাই আমরা প্রচার না করলেও সরকারের গুণকীর্তনে কোনও ঘাটতি পড়বে না। শিলান্যাস তো অনেক হচ্ছে। ঘটা করে অনুষ্ঠানও হচ্ছে। কিন্তু কাজ কতটা হচ্ছে? একমত হবেন কিনা জানি না, তবে যা ঘোষণা হচ্ছে আর যা হচ্ছে, তার মাঝে অনেক ফারাক। যে গুলো দু'বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা ও শিলান্যাস করে গেছেন, এতদিনে বিধায়করা সেগুলোকে আবার শিলান্যাস করছেন। ভোটের আগে চমক দেওয়াতেই যত আগ্রহ। তাই আমরা শিলান্যাসকে ঢালাও প্রচার দেওয়ার পক্ষপাতি নই। কাজ শেষ হোক, তখন না হয় প্রচার করা যাবে।

প্রশ্ন: আপনারা কি গণশক্তির বি-টিম ?

শুভম দেবনাথ, *বিষ্ণুপুর*

উত্তর: আপনি কখনও গণশক্তি পড়েছেন? সম্ভবত পড়েননি। পড়ে দেখুন, ভাল লাগবে। রাজনীতি যদি দূরেও রাখেন, তবু খেলার পাতা, বিজ্ঞানের পাতা, আন্তর্জাতিক পাতা, সংস্কৃতির পাতা বেশ সমৃদ্ধ। বাজারের আর দশটা কাগজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়তে পারে। আর দশটা বাণিজ্যিক কাগজের তুলনায় অনেক বেশি তথ্যনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল ও মার্জিত রুচির কাগজ। এই কঠিন সময়ে কীভাবে সাংবাদিকতা করতে হয়, গণশক্তি প্রতিদিন তার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে। এবার আসি আমাদের রাঢ় আলাপন প্রসঙ্গে। এটাও সম্ভবত ভাল করে পড়েননি। পড়লে এই এক লাইনের তকমা এঁটে দিতে পারতেন না। কোন সংখ্যা পড়ার পর আপনার এমনটা মনে হল, জানি না। সরকারের বা শাসক দলের তাঁবেদারি করা খুব সহজ কাজ। এই গড্ডালিকা প্রবাহেই তো সবাই ভেসে চলেছে। স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার দিতেই সৎ সাহস লাগে। কেউ কেউ থাকুক না একটু ব্যতিক্রমী রাস্তায়, একটু ভিন্ন কণ্ঠস্বর নিয়ে। রাঢ় আলাপনের আগের ইতিহাস দেখুন। সেখানে নানা ইস্যুতে বাম শাসকদের আরও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে। ফিরে দেখা বিভাগে মাঝে মাঝে সেসব লেখা ছাপাও হয়। একটু কষ্ট করে পড়ুন।

প্রশ্ন: সিপিএমের প্রার্থীতালিকার ব্যাপারে আপনারা আগাম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে যে প্রার্থীবদল হচ্ছে না, তা বেশ জোরের সঙ্গেই লিখেছিলেন। কিন্তু তৃণমূলের ক্ষেত্রে এড়িয়ে গেলেন কেন? **সূর্য চক্রবর্তী,** *পাটপুর, বাঁকুড়া*

উত্তর: সিপিএমে একটা কাঠামো আছে। জেলার মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তাই জেলা থেকে কার নাম প্রস্তাব করা হল, তা জানা যায়। অধিকাংশক্ষেত্রে সেই নামগুলোই রাজ্য নেতৃত্ব মেনে নেন। এবারও তাই হয়েছে। তাই সেখানে দুই পুরানো সাংসদই যে ফের

পরবর্তী অংশ সাতের পাতায়

কোতুলপুর উপনির্বাচন

দুই শিক্ষকের লড়াই

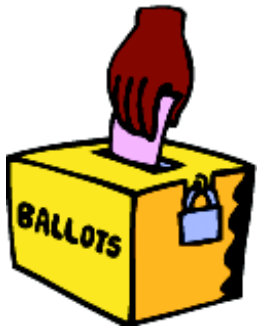

আলাপন প্রতিনিধি: কোতুলপুর উপনির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা করে দিল বামফ্রন্ট। তৃণমূলের প্রার্থী আগেই ঘোষণা হয়ে গেছে। শিক্ষক শ্যামল সাঁতরাকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। বামেদের প্রার্থী শীতল কৈবর্ত। ইনিও পেশায় শিক্ষক। অর্থাৎ, কোতুলপুরে এবার দুই শিক্ষকের লড়াই।

২০১১ তে এই আসনে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেসের সৌমিত্র খাঁ। কিন্তু তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়ে বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করায় আসনটি শূন্য হয়ে পড়ে। পরে সেই সৌমিত্রকেই বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী করা হয়। উপনির্বাচনে প্রার্থী করা হয় শিক্ষক শ্যামল সাঁতরাকে। তৃণমূল প্রার্থী ঘোষণা করে দিলেও বামেরা সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা সময় নেয়। পরে জেলা নেতৃত্ব আলোচনা করে শীতল কৈবর্তকে প্রার্থী করে সিপিএম। তাঁর বাড়ি জয়পুর ব্লকের গেলিয়া গ্রামে। তিনি রাজগ্রাম শশীভূষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষক।

কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে অক্ষয় সাঁতরার নাম। তিন বছর আগে এই কেন্দ্রে কংগ্রেস জয়ী হলেও এবার কংগ্রেসের তেমন সম্ভাবনা নেই। কারণ, জোটের জন্য তাঁরা জিতলেও সংগঠন একেবারেই নেই। গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমও কোনও আসনেই প্রার্থী দিতে পারেনি। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সব আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়েছিল তৃণমূল। তাই তৃণমূল প্রার্থী জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী, 'ওরা তো প্রার্থী দিতেই পারেনি। ওদের কোনও সংগঠনই নেই। মানুষ ওদের প্রত্যাখ্যান করেছে। বিধানসভায় প্রার্থী দিয়েছে ঠিকই, তবে এবারও গো হারা হারবে। মানুষ ওদের অত্যাচারের দিনগুলো ভুলে যায়নি।' অন্যদিকে শীতলবাবুর দাবি, 'ওরা পঞ্চায়েতে ভোট করাতে ভয় পেয়েছিল। জেলা পরিষদে ভোট হয়েছিল। সেখানে কিন্তু আমরা জয়ী না হলেও বেশ ভাল লড়াই করেছি। এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর অধীনে ভোট হবে। ওদের সংগঠন কতটা, ওরা নিজেরাও বুঝতে পারবে। তাছাড়া গত তিন বছরে মানুষ ওদেরকেও ভাল করে দেখেছে। ওদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আর দুর্নীতি এর মধ্যেই কোন জায়গায় পৌঁছেছে, তাও মানুষ দেখেছে। ভোটে মানুষ এর জবাব দেবেন।'

সারা রাত হাতির সঙ্গে লুকোচুরি

শ্যামল মাজি, গঙ্গাজলঘাটি

যেন এক অভিশপ্ত রাত। সারা রাতজুড়ে মৃত্যুর হাতছানি। শুধু নিজের নয়, সঙ্গে তিন বছরের সন্তানেরও। সারারাত খাটের তলায় লুকিয়ে থেকে কার্যত লুকোচুরি খেলতে হল এক বাবাকে।

ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গাজলঘাটি থানার বড়জড়ি এলাকায়। বাঁকুড়া জেলার নানা প্রান্তেই রোজ হাতির হানার খবর আসছে। কখনও ফসসল সাবাড় করছে, কখনও সামনে যাকে পারছে, আছাড় মারছে ওই হাতির দল। গত সপ্তাহে রাতের দিকে ওই গ্রামে হঠাৎ দুই হাতি হানা দেয়। হাতির চিৎকার শুনেই গ্রামের অনেকেই নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে যায়। হাতি দুটি বিভিন্ন ঘরে হামলা চালায়। এবার তারা হানা দেয় দুগাই বাউরির বাড়িতে। তাঁরা বুঝতে পারেননি হাতি আসছে। যখন বাড়িতে ঢুকে পড়েছে, দুগাইয়ের স্ত্রী বুঝতে পেরে বাড়ির বাইরে ছুটে পালান। তিন বছরের ছেলে তখন ঘুমোচ্ছিল। তাকে সঙ্গে নিয়ে দুগাইয়ের পক্ষে পালানো সম্ভব ছিল না। আবার ওই ছেলেকে ফেলে রেখেও যাওয়া যায় না। হাতি দেখতে পেলেই আছাড় মারবে। এদিকে হাতি তখন দেওয়াল ভেঙে রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে।

দুগাই ছেলেকে নিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে পড়লেন। এদিকে হাতি ঘরজুড়ে তাণ্ডব চালালো। ছেলে মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে। দুগাই কোনওরকমে তার মুখে হাত দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে রেখেছেন। হাতি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কোথায় গেল, বুঝতে পারছেন না দুগাই। আবার ছেলেকে নিয়ে বেরোতে যাবেন, তারও উপায় নেই। যদি বেরোনোর মুখে হাতি তাড়া করে! এদিকে আশেপাশে কাউকেই দেখতে পাচ্ছেন না। ফলে, সারা রাত কাটাতে হল আতঙ্কে।

সকাল হলেও আতঙ্কের রেশ কাটেনি দুগাইয়ের চোখেমুখে। বললেন, 'মরতে মরতে বেঁচে গেলাম। চোখের সামনে দেখলাম হাতি কীভাবে ঘরের দেওয়াল ভাঙছে। যদি আমাদের দেখতে পেত, আমাদেরও শেষ করে দিত। অথচ, পালিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। কখন যে হাতি গেল, বুঝতেও পারিনি। মনে হচ্ছিল, হয়ত আশেপাশে আছে। আবার আসতে পারে। তাই ভয়ে বেরোতে পারিনি। যে কোনও কিছু ঘটে যেতে পারত।'

আপনার প্রশ্ন, আমাদের কৈফিয়ত

ছয়ের পাতার পর

প্রার্থী হচ্ছেন, তা মোটামুটি বোঝাই গিয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল দলে সেই কাঠামোই নেই। বিষ্ণুপুরে সৌমিত্র খাঁ প্রার্থী হচ্ছেন, সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। ৪ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সেই জোরালো সম্ভাবনার কথা লেখাও হয়েছিল। কিন্তু বাঁকুড়া কেন্দ্রে কে হতে পারেন, তা নিয়ে সবমহলেই ধোঁয়াশা ছিল। জেলাস্তরে কোনও আলোচনাও হয়নি বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ারও ছিল না। যা হবে, একজনের বাড়ি থেকে। তাঁর কী ইচ্ছে, কেউ জানে না। তাই বাঁকুড়ার বিধায়করা বা সাংগঠনিক স্তরের নেতারাও জানতেন না কে প্রার্থী হচ্ছেন। আমরাও তাই হাওয়ায় নাম ভাসাতে চাইনি। নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠুক, কে চায়!

প্রশ্ন: লাল গোলাপ, লাল কার্ড বিভাগটি বেশ ভাল। এখানে কি পাঠকরা লিখতে পারেন?

সুজয় পাত্র, *সারেঙ্গা*

উত্তর: লাল কার্ড, লাল গোলাপ আমাদের কাগজের খুব জনপ্রিয় বিভাগ। এখানে ভাল কাজের স্বীকৃতি ও খারাপ কাজের তিরস্কার থাকে। এটি মূলত সম্পাদকীয় বিভাগের অভিমত। সবদিক খোলা মনে বিশ্লেষণ করা হয়। মতামতের সম্পূর্ণ দায় সম্পাদকীয় বিভাগের। তাই এক্ষেত্রে এখনই বাইরে থেকে লেখা নেওয়া হয় না। তবে পাঠকেরা পরামর্শ দিতেই পারেন। অনেকেই এ ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। গ্রহণযোগ্য মনে হলে তা অবশ্যই গ্রহণ করা হবে।

আগামীদিনে আরও অন্যান্য কিছু বিষয় নিয়ে খোলামেলা আড্ডা হবে। যদি কোনও প্রশ্ন বা সংশয় থাকে, তবে তা জানাতে পারেন।

হাওয়া বদলের ডাক

প্রথম পাতার পর

জিতেছে। এখন ওদের ভূমিকাটাও মানুষ দেখছে। মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল। এবার পরিত্রাণ চায়। তাই বিজেপিকেই তারা বেছে নেবে।' বেশ প্রত্যয়ী শোনাচ্ছে ডাক্তারবাবুর গলা। এতদিন পর্যন্ত সমীকরণটা অন্যরকম ছিল। বিজেপি ভোট কাটলে, সুবিধা হত বামেদের। কারণ, বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে যেত। কিন্তু এখন বিজেপি কাদের ভোট কাটবে? এখন তৃণমূল বিরোধী ভোটে থাবা বসালে ক্ষতিটা বামেদের। আবার অনেক তৃণমূলপন্থীও মুনমুন সেনকে প্রার্থী হিসেবে না মানতে পেরে বিজেপিতে ভোট দিতে পারেন, এমনটাও আশা বিজেপি শিবিরের।

সবমিলিয়ে লড়াইয়ে আছেন। বেশ ভাল রকম লড়াইয়েই আছেন প্রবীণ ডাক্তারবাবু। নিজে যদি নাও জেতেন, অনেক হিসেব হয়ত উল্টে দেবেন।

টুকরো

উচ্চ মাধ্যমিক দিল প্রায় ৩৯ হাজার

আলাপন প্রতিনিধি: নির্বিঘ্নেই চলছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবার নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৮ হাজার ৫৬৩। গত বছরের তুলনায় সংখ্যাটা অনেকটাই বেড়েছে। এই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র আছে ২২ হাজার ৯৬৭ জন, ছাত্রী ১৫৫৯৬। ৪৬ টি মূল কেন্দ্রসহ মোট ৮০ টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে মসৃণ করতে ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নানা জায়গায় ১৩ টি ভিডিও ক্যামেরার ব্যবস্থা ছিল। ৩ টি অ্যাম্বুলেন্স ও ২৪ টি জলের ট্যাঙ্কেরও ব্যবস্থা ছিল। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই শেষ হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। সেখানে পরীক্ষার্থী ছিল ৪৭ হাজার ৬২৭।

শিশুদের জন্য

আলাপন প্রতিনিধি: বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় শিশু এবং প্রসূতি মৃত্যুর হার অনেক বেশি। এবার সেই মৃত্যুহারকে কমিয়ে আনতে অগ্রণী ভূমিকা নিল স্বাস্থ্য দপ্তর। বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিকেল কলেজ চত্বরেই মেটারনিটি অ্যান্ড চাইল্ড হাবের কাজ শুরু হল। একই ছাদের তলায় মা ও শিশুর সবরকমের চিকিৎসা হবে। আনুমানিক খরচ ২০ কোটি টাকা। আউটডোর সংলগ্ন এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তারকা সমাবেশ!

প্রথম পাতার পর

দেবেন, সেদিন দুই মেয়ে রিয়া ও রাইমা মায়ের সঙ্গে থাকতে পারেন। শুধু তাই নয়, গোটা টলিউডের বড় অংশকেই সেদিন বাঁকুড়ায় হাজির করতে চান বাঁকুড়ার তৃণমূল নেতারা। কলকাতায় গিয়ে তাঁরা মুনমুনের সঙ্গে একপ্রস্থ কথাও বলে এসেছেন। ভাড়াবাড়ি নাকি ফ্ল্যাটবাড়ি নাকি হোটেল— তাঁকে কোথায় রাখা হবে, সেই নিয়েও চলছে নানা বিতর্ক। একটা অংশের দাবি, প্রতাপ বাগান বা কোনও ভাল পাড়াতে ঘর ভাড়া নেওয়া যেতে পারে। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, পাড়ায় ভাড়া নিলে নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা হবে। সবসময় নানা জায়গা থেকে অনেক লোক চলে আসে, এটা-সেটা চাইতে শুরু করে দেয়। মুনমুনের মতো সেলিব্রিটি থাকলে তো কথাই নেই। যে কেউ এসে বিরক্ত করতে পারে। এসব কথা ভেবে তাঁকে হোটেলেই থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন কেউ কেউ। কোথায় থাকবেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মুনমুন স্বয়ং। মনোনয়নের দিন বেশ জমকালো করতে চাইছেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্বে। টালিগঞ্জ থেকে বেশ কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা চলছে। মুনমুনের দিক থেকে আমন্ত্রণ তো থাকবেই, সেই সঙ্গে তৃণমূলের পক্ষ থেকেও তারকা সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা চলছে। বলা হচ্ছে, অনেক বড় বড় চমক নাকি দেখা যাবে।

হি মাস্ট বি আ গুড ম্যান: মুনমুন

একান্ত সাক্ষাৎকার

দীপান্বিতা রুদ্র

সময় দেওয়া ছিল ঠিক সকাল দশটায়। মনে মনে অনেক প্রশ্ন সাজিয়ে নিয়েই গিয়েছিলাম। হাতের সামনে মুনমুন সেন। ভোট, বাঁকুড়া, সিনেমা, সুচিত্রা সেন, কত প্রসঙ্গ যে এসে যাবে! ভোটে যখন দাঁড়িয়েছেন, অপ্রিয় প্রশ্নও যে করতে হবে। রেগে যাবেন না তো! এসব ভাবতে ভাবতে মিনিট দশেক আগেই পৌঁছে গেলাম তাঁর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে। সাজানো ড্রয়িংরুম। আমি যাওয়ার আগেও ইন্টারভিউ পর্ব চলছিল। একটি হিন্দি চ্যানেলকে ইন্টারভিউ দিয়ে চলেছেন। পরণে কালো শাড়ি। সাজপোশাক ঘরোয়া, কিন্তু বেশ পরিপাটি।

ওই সাংবাদিকের ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার পর এবার আমার পালা। যা প্রশ্ন করব ভেবে গিয়েছিলাম, তার বেশ কয়েকটা ওই হিন্দি চ্যানেলের সাংবাদিকও করে ফেললেন। কিন্তু আমি নিরুপায়। আমাকেও ওই প্রশ্নগুলোই করতে হবে। সাক্ষাৎকারের শুরুতেই হেঁসে সে কথা জানালাম। উনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, ইটস ওকে। যেই আসছে এইটটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট কমন কোয়েশ্চেন। আর কমন কোয়েশ্চেন পেলে কার না ভাল লাগে! কোন প্রশ্নটার পর কোন প্রশ্নটা আসবে, আমি কিন্তু বুঝতে পারি। ইউ ক্যারি অন।

প্রশ্ন: বাঁকুড়া দিয়েই শুরু করা যাক। ওখানে তো এখন খুব গরম।

মুনমুন: এখন তো তবু কম। এপ্রিলের লাস্টে কী হবে, ভাবুন। ওই গরমটাকেই সবথেকে ভয়।

প্রশ্ন: এটা শুনলে বিরোধীরা বলবেন, উনি এখন থেকেই গরমকে ভয় পাচ্ছেন। জিতলে আর দেখাই পাওয়া যাবে না।

মুনমুন: আমার যেটা মনে হয়, সেটাই বলি। গরমকে গরম বলব না? গরমে কার না কষ্ট হয়? আসলে, সময় তো অল্প। বিরাট বড় এলাকা। শরীর খারাপ হয়ে গেলে প্রচারের সময় কমে যাবে, এটাই চিন্তার।

প্রশ্ন: বাঁকুড়ার লোক কিন্তু আপনাকে দেখতে না পেয়ে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। বলতে শুরু করেছে, এখনও ক্যান্ডিডেটের পাত্তা নেই। ভোটের আগেই যার পাত্তা নেই, ভোটের পর তো সে ডুমুরের ফুল হয়ে যাবে।

মুনমুন: একটু সময় দিন। আমি তো তৈরি ছিলাম না। হঠাৎ করে ভোটে দাঁড়ানো বলতে যা বোঝায়, প্রায় তাই হয়ে গেল। বম্বেতে কিছু ইমপর্টেন্ট কাজ আছে। একবার যেতেই হবে। কিন্তু বাঁকুড়ায় একবার চলে গেলে আর বম্বে যাওয়ার সুযোগ পাব না। তাই বম্বে থেকে ফিরে, তারপরই বাঁকুড়ায় যেতে চাই। তবে ওখানকার লিডাররা ফোন করছেন। কথা হচ্ছে। আমার দেরি হওয়ার ব্যাপারটা তাঁরা জানেন।

প্রশ্ন: এবার সবাই যে প্রশ্নটা করে, সেটাই করি। রাজনীতিতে একেবারেই নতুন। প্রশাসনিক কাজের কোনও অভিজ্ঞতাই প্রায় নেই। পারবেন মানিয়ে নিতে?

মুনমুন: আমি যে কাজগুলো করি, সেগুলো কিন্তু নট সো ইজি। আমার পড়াশোনা দার্জিলিং, তারপর লন্ডনে। ফেলিনি, আন্তনিয়নি, ব্রেসঁ এসব দেখতে দেখতে সুখেন দাস বা অঞ্জন চৌধুরির সিনেমায় কাজ করতে হয়েছে। সেটা মানিয়ে নেওয়াও কিন্তু সহজ ছিল না। আপনি যে কাজ করেন, সেটাও কি প্রথম দিন থেকে শিখে গেছেন? ভুল হবে, আবার ভুল হবে, এভাবেই তো শিখবেন। যে শিখে নেওয়ার, সে শিখে নিতে পারে।

প্রশ্ন: এতদিন মানুষ হয়ত সই চেয়েছে, বড়জোর ছবি তুলতে চেয়েছে। এখন তো চাহিদা অন্য। রাস্তা চাইবে, বিদ্যুৎ চাইবে, চাকরি চাইবে। কোত্থেকে দেবেন? বিরক্ত লাগবে না?

মুনমুন: মানুষের এক্সপেক্টেশন বিরাট কিছু নয়। আমি তাদের লাইফ চেঞ্জ করে দেব, এতটা এক্সপেক্টেশন বোধহয় তাদের নেই। আর হ্যাঁ, মানুষের জন্য কাজ করতে যখন নেমেছি, কিছু নিশ্চয় পারব। অন্যরা পারলে, আমিও পারব।

প্রশ্ন: আপনি ভোটে দাঁড়িয়েছেন শুনলে আপনার মায়ের কী প্রতিক্রিয়া হত?

মুনমুন: মা পছন্দ করতেন বলে মনে হয় না। শুধু রাজনীতি বলে নয়, আমি যাত্রা করি, এটাও মা চাইতেন না। নিজেও ভিড় থেকে দূরে থাকতেন। আমিও যেন বেশি ভিড়ের মাঝে না থাকি, এটাই চাইতেন। কিন্তু আমি যাত্রা করায় বাধা দেননি। বাধা দিলে আমি নিশ্চয় করতে পারতাম না।

প্রশ্ন: তাহলে, দাঁড়ানোর দরকার কী ছিল? অনেকেই তো এড়িয়ে গেছেন। আপনি এড়িয়ে যেতে পারলেন না?

মুনমুন: এই প্রোপোজালটা একবছর আগে এলে কী করতাম, জানি না। তবে গত কয়েক মাসে সিচুয়েশন অনেক বদলে গেছে। আমার মায়ের জন্য মমতা বারবার হাসপাতালে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সৌজন্য দেখিয়েছে, তা নয়। মুখ্যমন্ত্রী পদের ঊর্ধ্বে উঠে আন্তরিকভাবে যে মানুষটা এতকিছু করেছে, আমি সেটাকে অসম্মান করতে পারব না। এখানেও না, ওখানেও না।

প্রশ্ন: তাই বলে বাঁকুড়ায়? বিরোধীরা বলতেই পারেন, কতটুকু চেনেন এলাকাটা?

মুনমুন: বাঁকুড়ায় না দাঁড়িয়ে যদি অন্য কোথাও দাঁড়াতাম, তাহলেও তো একই প্রশ্ন উঠত। তাছাড়া, বাঁকুড়া খারাপ কোথায়? ওখানকার মানুষ বেশ সুন্দর। অনেকদিন ধরে দেখে আসছি। সেই অমর কন্টক করতে গিয়ে মুকুট মণিপুরে দিনের পর দিন ওখানে ছিলাম। পরে রাইমাকে নিয়ে নীল নির্জনে করতে গিয়েও থাকতে হয়েছে। আর যাত্রা করতে গিয়ে যে কত রাত কেটেছে, তার হিসেব নেই। প্রায় প্রতি রাতেই যাত্রা। অনেক গ্রামেই ঘুরেছি। সব নামগুলো হয়ত মনে নেই। তাই একেবারেই চিনি না, এটা বলবেন না প্লিজ। আর বাকিটুকু ঠিক চিনে নেব।

প্রশ্ন: গিয়ে কোথায় থাকবেন, ঠিক করেছেন?

মুনমুন: আগে একটা হোটেলে উঠতাম। সেই হোটেলের মালিকের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সেই মালিক তো প্রায়ই ফোন করে। বলছে, এবারও তার হোটেলেই থাকতে হবে।

প্রশ্ন: এই কদিনে যত ইন্টারভিউ দিয়েছেন, কী রঙের শাড়ি পরবেন, কোন ক্রিম মাখবেন, কী ডায়েট চার্ট মেন্টেইন করবেন, এইসব নিয়েই বেশি কথা বলেছেন। রাজনীতির কথা, উন্নয়নের কথা সেভাবে উঠে আসেনি।

মুনমুন: তার জন্য আপনারা জার্নালিস্টরাও অনেকটা রেসপন্সিবল। আপনি যদি আমাকে ওই সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, তাহলে তো আমাকে সে সব উত্তরই দিতে হবে।

প্রশ্ন: আপনার বিরোধী প্রার্থী দীর্ঘ ৩৪ বছরের সাংসদ। টানা নবার জিতেছেন। পার্লামেন্টে ঝড় তোলা সাংসদ। গতবার সুব্রত মুখার্জিও পারেননি তাঁকে হারাতে। আপনি পারবেন?

মুনমুন: হ্যাঁ, সেটা শুনেছি। ওনার নামের সঙ্গে আমি অনেকদিন ধরেই পরিচিত। এতবার যখন জিতেছেন, তখন হি মাস্ট বি আ গুড ম্যান। কিছু ভাল কাজ তো নিশ্চয় করেছেন। নইলে এতবার জিততেন না।

প্রশ্ন: কিন্তু আপনাকে তো তাঁর বিরুদ্ধে বলতে হবে। হোমওয়ার্ক করেছেন? এ ব্যাপারে কারও পরামর্শ নিচ্ছেন?

মুনমুন: আমি কারও বিরুদ্ধে নই। ওনার বিরুদ্ধেও নই। ওনার সঙ্গে যদি দেখা হয়, নমস্কার করব। কেমন আছেন, শরীর কুশল কিনা জানতে চাইব। কোনও পার্সোনাল অ্যাটাক করব না। আশা করি, উনিও করবেন না। আমি কখনই কাউকে হার্ট করি না। আমি যেমন, তেমনই থাকব। আই উড জাস্ট বি মাইসেল্‌ফ।

প্রশ্ন: তাহলে, ওখানে গিয়ে আপনি বলবেনটা কী?

মুনমুন: মানুষের পাশে যাব। তাঁদের সমস্যাগুলো বোঝার চেষ্টা করব। সবগুলো হয়ত সমাধান করতে পারব না। যেগুলো পারব, চেষ্টা করব। সবকিছু তো জানি না। হয়ত প্রথম প্রথম সমস্যা হবে। আস্তে আস্তে শিখে নেব।

প্রশ্ন: তাহলে জিতবেন, ধরেই নিয়েছেন? কীসের ভিত্তিতে বলছেন? ভোটের অঙ্ক, হিসেব— এসব জানেন? নাকি আবেগে বলছেন?

মুনমুন: রাজনীতির অঙ্ক বেশি বুঝি না। তবে মমতা যেভাবে কাজ করছে, মানুষ সেটাকে সাপোর্ট করছে। তাই আমাকেও সাপোর্ট করবে। যে কাজ করছে, তাকেই নিশ্চয় মানুষ সাপোর্ট করবে।

(লেখিকা কলকাতার একটি জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক। গিয়েছিলেন নিজের চ্যানেলের হয়ে ইন্টারভিউ নিতে। লম্বা সাক্ষাৎকার। চ্যানেলের অনুমতি নিয়ে সেই সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ নতুন করে লিখলেন রাঢ় আলাপনের জন্য)।

বাঁকুড়ায় রাঢ় আলাপনের অনুমোদিত বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

কনসেপ্ট অ্যাডভার্টাইজিং

অফিস: ৪৫, মিনি মার্কেট
মাচানতলা, বাঁকুড়া
ফোন: ৯৭৩৫৮ ০১২৫৬
ই-মেল: *concept.advertising123@gmail.com*

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন

রাঢ় আলাপনের পক্ষ থেকে স্বরূপ গোস্বামী কর্তৃক কেরানিবাঁধ, লালবাজার, বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত। বাসুলী প্রেস, ছাতনা, বাঁকুড়া থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী।**